**কৃষি মন্ত্রণালয়**

**কৃষি অর্থনীতি গবেষণা অধিশাখা**

নং ১২.০৩১.০৪০.০২.২১.২৭৬(১).২০০৬-৮৭২ তারিখ ঃ ০৮/১১/২০১০খ্রিঃ

বিষয় ঃ **নন-ইউরিয়া (টিএসপি,ডিএপি এমওপি) এবং অন্যান্য সারে ভর্তুকি প্রদানের পদ্ধতি**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, চলতি ২০১০-২০১১ অর্থ বছর থেকে নন-ইউরিয়া (টিএসপি, এমওপি (পটাশ), ডিএপি এবং অন্যান্য সারে ভর্তুকি প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হবে ঃ

১. বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত, বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ঢাকা কর্তৃক নিবন্ধিত প্রকৃত আমদানিকারকদের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে আমদানীকৃত নন-ইউরিয়া সার আমদানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২. যে সকল নন-ইউরিয়া সার ভর্তুকির আওতাভুক্ত হবে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) টিএসপি;

(খ) এমওপি (পটাশ);

(গ) ডিএপি; এবং

(ঘ) অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুযায়ী আমদানীকৃত ও সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য গৃহিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অন্য কোন নন ইউরিয়া সার।

৩. (ক) বাৎসরিক চাহিদার নিরিখে এবং সরকার অনুমোদিত সংগ্রহ পরিকল্পনার (Procurment Plan) এর আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে বেসরকারি আমদানীকারকগণ নির্ধারিত পরিমাণ নন-ইউরিয়া সার আমদানীর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) বিএডিসি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ নন-ইউরিয়া সার আমদানি করবে

(গ) বিসিআইসি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ নন-ইউরিয়া সার উৎপাদন করবে

৪. কৃষক/ব্যবহারকারী পর্যায়ে নন-ইউরিয়া সারের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য ও ডিলারের ক্রয়মূল্য সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারণ করবে।

৫. বিএডিসি ও বেসরকারি আমদানীকারকদের ক্ষেত্রে প্রকৃত আমদানী এবং বিসিআইসি প্রকৃত উৎপাদিত সারের পরিমাণের উপর ভর্তুকি প্রাপ্য হবে।

৬. (ক) বিএডিসি ও বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে স্থানীয় খরচসহ নির্ধারিত আমদানী মূল্য ও সরকার কর্তৃক নিরূপিত ডিলারের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ভর্তুকি হিসাবে প্রাপ্য হবে।

(ক) বিসিআইসি'র উৎপাদিত টিএসপি ও ডিএপি সারের ক্ষেত্রে বিসিআইসি এক্স-ফ্যাক্টরী মূল্য নিরূপণ করবে এবং সরকার কর্তৃক নিরূপিত ডিলারের ক্রয়মূল্য বাদে মোট উৎপাদন খরচের অবশিষ্ট টাকা বিসিআইসি ভর্তুকি হিসাবে প্রাপ্য হবে।

৭. সরকার অনুমোদিত সংগ্রহ পরিকল্পনার (Procurment Plan) আওতায় আমদানীকৃত সমপরিমাণ নন-ইউরিয়া সার ভর্তুকির আওতাভুক্ত হবে। অতিরিক্ত সার আমদানী করা হলে তা' ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য সরকার বাধ্য থাকবে না

৮. 'কান্ট্রি অব অরিজিন' বা সার উৎপাদনকারী দেশের অবস্থানের কারণে সারের এফওবি মূল্য ও ফ্রেইট এর ভিন্নতা/তারতম্য পরিলক্ষিত হয় বিধায় ভর্তুকি প্রদানের পূর্বে সংগত কারণে এ সবের ভিত্তিতে সারের সিএন্ডএফ/সিএফআর মূল্য নিরূপণ/নির্ধারণ করা হবে।

৯. সম্ভাব্য ওভার ইনভয়েসিং রোধকল্পে প্রত্যেক সারের উপর প্রদেয় ভর্তুকির পরিমাণ, প্রকার ও উৎস ভেদে নিদির্ষ্টকরণ করতে হবে। আমদানি মূল্য যাই হোক না কেন বিশ্ব বাজারে (কান্ট্রি অব অরিজিন এর ভিত্তিতে) সারের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে এবং সার সংক্রান্ত FMB/FERTECON বুলেটিন পর্যালোচনাক্রমে ও বিএডিসি'র ক্রয়মূল্য ও ক্রয়ের সময়কালের (একই উৎস হতে সংগ্রহ করা হলে) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভর্তুকির আওতায় অন্তর্ভুক্ত সারের আমদানি মূল্য নির্ধারিত হবে।

১০. আমদানিকৃত নন-ইউরিয়া সারের এফওবি/সিএফআর মূল্য অবশ্যই FMB/FERTECON বুলেটিন-এ প্রদর্শিত দেশভিত্তিক দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ওভার ইনভয়েসিং এর প্রবণতা রোধকল্পে আমদানিকৃত সারের মূল্য যাচাইয়ের সুবিধার্থে FMB/FERTECON এ প্রদর্শিত দেশভিত্তিক দরের সামঞ্জস্যতা পরীক্ষান্তে (আমদানিকৃত সারের সাথে অনুমোদিত স্থানীয় খরচ যোগ করে) সঠিক প্রমাণিত হলে তা' ভর্তুকি কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায় আমদানীকৃত সার ভর্তুকি কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হতে পারবে না।

১১. টিএসপি সার ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে তিউনিশিয়া, মরক্কো, জর্ডান ও চায়না হতে আমদানিকৃত টিএসপি সার অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভর্তুকির আওতাভুক্ত হবে। তবে সরকারি চাহিদা/প্রয়োজনে এ অগ্রাধিকারক্রমের বিষয়টি পরিবর্তন করা যাবে। এমওপি এবং ডিএপি সার ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য বন্দরে জাহাজ আগমনের সময়কালের সাহায্য নেয়া হবে।

১২. সারের মান নিশ্চিতকরণকল্পে প্রত্যেক কনসাইনমেন্টের নমুনা সরকার বিনির্দেশিত ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করতে হবে। বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত সার দেশে পৌছার পর পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কমিটি (Post Landing Inspection Committee) আমদানি দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত আমদানিকৃত সারের পরিমাণ, উৎস, মূল্য ও সারের গুণগতমানসহ অন্যান্য তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্রসহ দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। প্রত্যয়ন পত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট আমদানীকারককেও প্রদান করা হবে।

১৩. কোন বেসরকারি আমদানীকারক যে কোন প্রকার নন-ইউরিয়া সার আমদানীর জন্য কোন এল/সি স্থাপন করলে এলসির কপিসহ তাৎক্ষণিকভাবে তা কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। এল/সি স্থাপন সম্পর্কিত তথ্য এবং পরবর্তীতে আমদানিকৃত সারের জাহাজ বন্দরে পৌছার সময়কালের ভিত্তিতে সংগ্রহ পরিকল্পনায় (Procurment Plan) নির্ধারিত পরিমাণ সার ভর্তুকির আওতাভুক্ত করা হবে। আমদানীকৃত সার যে মোকামে সংরক্ষণ করা হবে সেই জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে অবহিত করতে হবে। এল/সি স্থাপন সম্পর্কিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে অবহিত না করে পরবর্তীতে আগমনী বার্তা দাখিল করা হলে উক্ত সার ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য সরকার বাধ্য থাকবে না।

১৪. পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কমিটি'র নিকট থেকে প্রাপ্ত কাগজপত্র ও আমদানীকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আগমনী বার্তা কৃষি মন্ত্রণালয়ে গঠিত মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করা হবে। মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি আমদানিকারক পর্যায়ে টনপ্রতি মোট আমদানি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে

উৎস ভেদে এলসি মূল্যের (এফওবি/সিএন্ডএফ) সাথে উক্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয় খরচের আইটেমসমূহ যোগ করে আমদানিমূল্য নিরূপণ করা হবে। বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের উপর ৩% মুনাফা যোগকরতঃ প্রত্যেক কনসাইনমেন্টের টনপ্রতি মোট আমদানি মূল্য নিরূপণ করবে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, বেসরকারিভাবে আমদানিকৃত নন-ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের ব্যাংকসুদ ও গুদামভাড়ার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। বিএডিসি কর্তৃক আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে প্রকৃত আমদানি মূল্যের সাথে অনুমোদিত স্থানীয় খরচ যুক্ত করে মোট আমদানী মূল্য নির্ধারণ করা হবে। মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি বিএডিসি ও বেসরকারিখাতে আমদানীকৃত সারের আমদানী মূল্যের সাথে টনপ্রতি ভর্তুকির পরিমাণও নির্ধারণ করবে।

১৫. পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কমিটি'র (Post Landing Inspection Committee) প্রত্যয়নপত্রসহ সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের ভিত্তিতে এবং আমদানী সংক্রান্ত দলিলাদি ও বিল প্রি-অডিট সাপেক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি অর্থ বছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ভর্তুকির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবে। আমদানিকারকগণ তাদের দাখিলকৃত বিলের সঙ্গে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-ক) একশত পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্প-এ একটি মুচলেকা/ঘোষণাপত্র প্রদান করবেন।

১৬. প্রতিটি জেলার অনুমোদিত চাহিদার ভিত্তিতে বিএডিসি ও বেসরকারি আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানীকৃত এবং বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত সারের মজুদ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাদ্দ পত্র জারী করবে। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত সার জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদনক্রমে বা কমিটিকে অবহিত রেখে কমিটির সদস্য-সচিব জেলার ডিলারদের মধ্যে উপ বরাদ্দ প্রদান করবেন। বিএডিসি ও বেসরকারি আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানীকৃত এবং বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত সার বিসিআইসি নিয়োজিত সার ডিলারদের মধ্যে উপ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। তবে বিএডিসি'র বীজ ডিলারগণের মধ্যে যাহারা সার ডিলার হিসাবে বিএডিসিতে নিবন্ধিত তাদের অনুকূলে কেবলমাত্র বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত টিএসপি ও এমওপি সার বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। উপ-পরিচালক বরাদ্দকৃত সার ডিলারদের মাধ্যমে উত্তোলন ও কৃষকদের নিকট বিতরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

১৭. বেসরকারি আমদানিকারকগণ যথাক্রমে জুলাই-আগস্ট; মার্চ-এপ্রিল; ও মে-জুন মাসে একবার করে এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য প্রতিমাসে একবার করে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-খ) জেলায় সরবরাহকৃত সার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবে। একইভাবে উপ-পরিচালক-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরও উল্লিখিত সময়ানুযায়ী নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-গ) ডিলার কর্তৃক দাখিলকৃত আগমনীবার্তার ভিত্তিতে জেলায় উত্তোলিত সার সম্পর্কিত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১৮. কোন বেসরকারি আমদানীকারক সার সরবরাহে ব্যর্থ হলে বা ডিলার আমদানীকারকের নিকট থেকে সার সরবরাহ না পেলে কৃষি মন্ত্রণালয় বিএডিসি'র আমদানী অথবা বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত সারের মজুদ থেকে বরাদ্দ প্রদান করবে। যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি বা অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সার মজুদ থাকা সত্ত্বেও কোন আমদানিকারক ডিলারদেরকে সার সরবরাহ না করলে উক্ত আমদানিকারককে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯. কোন আমদানীকারক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি'র অনুমোদিত বরাদ্দপ্রাপ্ত সার ডিলার ব্যতীত অন্য কোন অননুমোদিত সার ব্যবসায়ী বা খুচরা বিক্রেতার নিকট সার বিক্রি করতে পারবেন না। এ ধরণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারকের নিবন্ধন ও খুচরা বিক্রেতার আই ডি কার্ড বাতিল করা যাবে। একই সাথে অননুমোদিত সার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন ২০০৬ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনের আওতায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাবে।

২০. জেলার প্রতিটি ডিলার যে কোন উৎস থেকে সংগৃহিত সার উপজেলায় পৌঁছার সাথে সাথেই উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বা সদস্য-সচিবের নিকট আগমনী বার্তা (arrival report) দাখিল করবেন। আগমনী বার্তা পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা তাঁর নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কেউ সরেজমিন পরিদর্শনের পর বিক্রয় অনুমতি প্রদান করবেন।

২১. সরকার নির্ধারিত ডিলারের ক্রয়মূল্যের সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয় (পরিবহন, হ্যান্ডলিং ইত্যাদি) ও মুনাফা ধরে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কৃষক পর্যায়ে স্থানীয় বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করবে, তবে তা' কোনভাবেই সরকার নির্ধারিত কৃষক পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্যের বেশী হবে না।

২২. জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সরকার নির্ধারিত কৃষক/ব্যবহারকারী পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যে অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যে কৃষকদের/ব্যবহারকারীদের নিকট সার বিক্রয় নিশ্চিত করবে। কোন আমদানিকারক বা ডিলার যদি সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশী দামে সার ক্রয়-বিক্রয় করে এবং তা প্রমাণিত হয় তবে তার নিবন্ধন/রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ তাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩. জেলায় বরাদ্দের অতিরিক্ত সার যাতে সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ উত্তোলন না করে সে বিষয়ে বিএফএ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২৪. কোন আমদানিকারকের বর্তমান মজুদ ও গুদামজাত সারের ব্যাপারে কোন মামলা থাকলে তা' ভর্তুকি/সহায়তার আওতাভুক্ত হবে না। যদি কোন আমদানিকারক এ সংক্রান্ত তথ্য গোপন করে ভর্তুকি/সহায়তার সুবিধা নিয়েছেন বলে পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় তাহলে ভর্তুকির টাকা ফেরৎ এবং নিবন্ধন বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫. ভর্তুকির সুবিধা যাতে কৃষক/ব্যবহারকারী পেতে পারেন তা নিশ্চিতকরণে বিএডিসি, ও বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত/বিসিআইসি উৎপাদিত টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার ডিলারদের মাধ্যমে বিতরণ, সরবরাহ মূল্য পরিস্থিতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। এর জন্য বর্তমান মনিটরিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করাসহ এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

২৬. বিএডিসি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সাথে সমন্বয় রক্ষা করে সার ডিলার ও বিএডিসির সার ডিলার হিসেবে নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের মাধ্যমে ভর্তুকির সার বিক্রয়ের বিষয়টি মনিটরিং করবে।

২৭. আমদানিকারক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনে সারের মজুদ যাচাই/সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য মজুদ পরিদর্শন উপ-কমিটি কাজ করবে।

২৮. এ পদ্ধতির যে কোন অনুচ্ছেদের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৯. সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির আহবায়কের অনুমোদনক্রমে যে কোন সময়ে এ পদ্ধতি পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা যাবে।

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণে ভর্তুকি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সচিব
উপ-প্রধান।

**বিতরণ (কার্যার্থে ) ঃ**

১। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, দিলকুশা, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, বিসিআইসি ভবন, দিলকুশা, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি (---------- সকল)
৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি (------ সকল)
৫। চেয়ারম্যান, বিএফএ, আলরাজি কমপ্লেক্স, ১৬৬-১৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
(সার আমদানিকারকগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ী, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৮। মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশা: ও উপ:) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।